

প্রশ্নোত্তর

আব্দুর রায্যাক সালাফী
আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ

প্রশ্ন-১(৪): বিনীত নিবেদন এই যে, জনৈক মসজিদের ইমাম তার প্রদত্ত এক ভাষণে গ্রামীণ ব্যাংকের লেনদেনকে অবৈধ বলে ঘোষণা দেন। কিছুদিন পর উক্ত মসজিদের সেক্রেটারী বিশেষ সূত্রে জানতে পারেন যে, স্বয়ং ইমাম ছাহেবের স্ত্রী গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সুদভিত্তিক শর্ত মেনে চলছেন এবং তদন্তে ইহা সত্য প্রমাণিত হয়। অথচ ইমাম ছাহেব একে রোধ করার কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমতাবস্থায় ইমাম ছাহেব এর জন্য কতটুকু দায়ী হবেন ও এরূপ ইমামের পেছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি-না? যদি না যায়, তবে অতীতের ছালাতের হুকুম কি হবে?

শিক্ষক বর্গ

আমনুরা দারুল হুদা হাফ্ফানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, চাপাই- নবাবগঞ্জ

উত্তর:- একজন স্বামী শারঈ বিধান অনুসারে স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ। কিয়ামতের দিন তাকে সে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যারা স্ত্রীর শরীয়ত বিরোধী কাজকে নীরবে বা সরবে সমর্থন দেয়, তাদেরকে শারঈ পরিভাষায় 'দাইয়ুছ' বলা হয়। উপরোক্ত ক্ষেত্রে ইমাম ছাহেব তার স্ত্রীর মতই সুদী কারবারের অপরাধী। তবে তার পিছনে ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। নিঃসন্দেহে ছালাত হয়ে যাবে (হুহীহ বুখারী ১/৯৬ পৃঃ; ফিকহুস সুন্নাহ ১/ ২০১ পৃঃ)।

প্রশ্ন- ২(৫): দাড়ি মুন্ডন অথবা কতন করার শারঈ বিধান কি? এক মুঠ দাড়ি রাখা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি?

সিরাজুদ্দীন

সাং জঙ্গি পাড়া, পোঃ নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা ইসলামের একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ, যা ফরযের কাছাকাছি। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা

মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর, দাড়ি বাড়ায় ও গোঁফ ছোট কর'।- বুখারী ২/৮৭৫ পৃঃ।

দাড়ি মুন্ডনের পক্ষে কোন হাদীছ নেই। কিংবা ছাহাবায়ে কেরামেরও কোন আমল নেই। এক মুঠের উপরে দাড়ি কতনের পক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর আমল সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে, তা কেবল মাত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনের সময় মাথা মুন্ডনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। অন্য সময় তাঁরা এরূপ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।- বুখারী, ফাত্বুল বারী (বৈরুতঃ ১৪১০ হিঃ) ১০/৪২৯ পৃঃ।

প্রশ্ন-৩(৬): ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা কত? ছয় না বারো? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

সিরাজুল ইসলাম

সাং মোহনপুর, পোঃ টোটালি পাড়া

থানাঃ মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদায়নের ছালাতে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে ছানা পড়ার পরে ও কিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো। উক্ত বারো তাকবীর সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত এবং সুন্নাহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত মর্মে কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত মারফু হাদীছ (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত, হা/ ১৪৪১) সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এটিই হলো 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত' (তিরমিযী ১/ ৭০ পৃঃ)। তিনি আরও বলেন, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তাদ ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে 'এর চাইতে অধিক ছহীহ' আর কোন রেওয়ায়াত নেই'।-বায়হাকী (বৈরুতঃ তাবি) ৩/২৮৬, মিরআৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।

ছয় তাকবীর সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন, 'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মারফু

হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করা ই উত্তম' (বায়হাকী ৩/২৯১)।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (খলীফা হারুণের নির্দেশ মতে) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন (মিরজা ২/ ৩৩৮ ও ৩৪১ পৃঃ)।

প্রশ্ন-৪(৭): বর্তমানে অনেকেই দেখা যায় যে টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া দিয়ে থাকে, যাকে খাই খালাছী বা জমি ঠিকাও বলা হয়। এরূপ করা দীন ইসলামে বৈধ কি না?

উত্তরঃ খাই খালাছী বা জমি ঠিকা দেওয়া হুহীহ হাদীছের আলোকে জায়েয। কেননা হানযালা বিন কাইস রাফে বিন খাদীজ হ'তে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, আমার চাচা আমাকে অবগত করিয়েছেন যে, তারা নবী (ছাঃ)-এর যুগে নালার সম্মুখভাগের ফসল অথবা জমির মালিক জমির একটি নির্দিষ্ট স্থানের ফসল নিজের জন্য নির্দিষ্টকরে নেওয়ার পরিবর্তে জমি ভাড়া দিতেন। নবী (ছাঃ) এরূপ জমি ভাড়া (বা ঠিকা) দেওয়া থেকে নিষেধ করেননি। অতঃপর আমি রাফে বিন খাদীজকে জিজ্ঞেস করলাম যে, দিরহাম ও দিনারের পরিবর্তে জমি ভাড়া দেওয়া কেমন? তিনি বলেন এতে কোন ক্ষতি নেই (বুখারী ও মুসলিম)।

প্রশ্ন-৫(৮): দোওয়ায়ে কুনূত রুকুর পূর্বে ও পরে দু'ভাবেই পড়ার প্রচলন দেখা যায়। এর মধ্যে কোনটি সঠিক ও হুহীহ হাদীছ ভিত্তিক তা অনুগ্রহ পূর্বক জানাবেন।

আব্দুছ ছামাদ
সাং বুলারাটি পোঃ আলীপুর
থানা ও জিলাঃ সাতক্ষীরা

উত্তরঃ যদি 'কুনূতে নাযিলা' পড়তে হয়, তবে তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ অনুসারে রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় পড়া বিধিসম্মত। আর যদি সাধারণ কুনূত হয় তবে বিশুদ্ধ হাদীছ অনুসারে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে পড়া সর্বোত্তম। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রুকুর পরে পড়ার হাদীছ তথা ছাহাবীগণের আমল থাকার দরুন রুকুর পরেও পড়া জায়েয।

প্রকাশ থাকে যে সাধারণ কুনূত রুকুর পূর্বে পড়ার হাদীছ গুলো সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীছ। এই সময় তাকবীর দিয়ে নয় বরং সাধারণ ভাবে দো'আ করার ন্যায় দুই হাত একত্রে বুক বরাবর তোলা যাবে ও মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলতে পারবেন (-মিশকাত হাদীছ

সংখ্যা ১২৮৯,৯০; মির'আত ২/২১৯, ২২)।

প্রশ্ন-৬(৯): একামতের শব্দ বেজোড় হওয়াই হাদীছ সম্মত। কিন্তু আমরা একামতের শেষে 'আল্লাহু আকবর' দু'বার বলি। এর কারণ কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন
সাং আখিলা
পোঃ উজির পুর, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ একামতের মধ্যে 'আল্লাহু আকবর' দু'বার একত্রে উচ্চারিত হয়ে একটি বেজোড় বাক্যে পরিগণিত হয়েছে। আযানের সময় উহা দুই দুই চার-য়ে মোট দু'বার উচ্চারণ করতে হয়। হাদীছে 'মাররাতান' শব্দ এসেছে (আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৪৩)। যার অর্থ একবার। একটি শব্দ নয়।

প্রশ্ন-৭(১০): জুম'আর দিন জুম'আর আযান এক না দুই? কোন কোন মসজিদে এক আযান আবার কোন মসজিদে দুই আযানও দিতে দেখা যায়। কোনটি সঠিক? কার মাধ্যমে ও কখন থেকে দুই আযানের প্রচলন হয়, উত্তর দানে বাধিত করবেন।

আব্দুল বাছীর
সাং ছয় রশিয়া,
চাপাই নবাবগঞ্জ

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়কালে ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র জুম'আর এক আযান চালু ছিল। যা খুৎবার প্রাক্কালে দেওয়া হ'ত। হযরত ওছমান গণী (রাঃ)-এর সময় বিশেষ কারণে মসজিদে নববী হ'তে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে 'যাওরা' বাজারে আর একটি আযান চালু করা হয়। যা বর্তমানে 'ডাক আযান' নামে পরিচিত এবং একই মসজিদে একই স্থান হ'তে দেওয়া হয়ে থাকে। রাসূলের সুন্নত অনুসরণই মুমিনের জন্য অধিকতর কাম্য হওয়া উচিত বলে মনে করি।

প্রশ্ন-৮(১১)ঃ চোখে ছানি পড়েছে। বর্তমানে পাওয়ার যুক্ত চশমা ব্যবহার করেও কোন কাজ হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় ডাক্তারগণ পরামর্শ দিয়েছেন যে, দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হলে চোখ অপারেশন করতে হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহা করা যায় কি না?

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের পাবনা।

উত্তরঃ অন্যান্য চিকিৎসার ন্যায় চোখ অপারেশন দ্বারা রোগ মুক্তিও একটি চিকিৎসা, যা ছহীহ সুন্নাহ থেকেই বৈধ সাব্যস্ত। হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী (ছাঃ) উবাই বিন কা'আবের নিকট এক ডাক্তার পাঠালে সে (চিকিৎসা স্বরূপ) তার একটি রগ কেটে ফেলল। অতঃপর উহাতে গরম লোহার দাগ মেরে দিল (মুসলিম)।

ইহা ছাড়াও চুঙ্গি লাগানো ও খাৎনা করাও এক ধরনের অপারেশন যা দ্বারা বহু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এর দ্বারা অন্যান্য অপারেশন, বা চিকিৎসার বৈধতাও সাব্যস্ত হয়।

প্রশ্ন-৯(১২)ঃ কোন মসজিদের ইমাম ছাহেব শুধুমাত্র শুক্রবারে জুম'আর ছালাতে ইমামতি করেন এবং কোন বেতন গ্রহণ করেন না। তবে সমাজের সাথে তার এই রকম চুক্তি রয়েছে যে, বায়তুল মালের সিকি অংশ তিনি নেবেন। এমতাবস্থায় ইমামতির বিনিময়ে এ ভাবে শুধু বায়তুল মাল গ্রহণ করা বৈধ কি? কিতাব ও

সুন্নাহর আলোকে উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

প্রধান শিক্ষক
বড় বনগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়
পোঃ সপুরা, রাজশাহী

উত্তরঃ 'বায়তুল মাল' বলতে এখানে যদি উশর, ফিতরা, যাকাত ইত্যাদি বুঝানো হয়, যাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের হক নির্ধারিত রয়েছে, সেই মাল থেকে সাধারণ ভাবে ইমাম ছাহেবকে ইমামতির বিনিময়ে মাল দেওয়া বৈধ নয়। কারণ এতে একের হক অন্যের অধিগ্রহণ হবে। তবে যাদের হক এই মালে রয়েছে শুধু তাদের পক্ষ হতে যদি দেওয়া হয় তবে তা দেওয়া জায়েয।

প্রশ্ন-১০(১৩)ঃ সমাজের দরিদ্র লোক যদি দরিদ্রতার কারণে ইমাম ছাহেবের ভাতা স্বরূপ তাদের উপর অর্পিত অংশের চাঁদা প্রদান করতে অপারগ হয় তবে তাদের পক্ষ থেকে ইমাম ছাহেবকে বায়তুল মালের সিকি অংশ প্রদান করা যাবে কি না? এর জন্য ইমাম ছাহেব কি পরকালে জিজ্ঞাসিত হবেন?

প্রধান শিক্ষক
বড়গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দরিদ্র শ্রেণীর এমন লোক যারা ফকীর অথবা মিসকীন পর্যায়ের এবং বায়তুল মালে যাদের হক রয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে তাদের হক অনুপাতে সে পরিমাণ বায়তুলমাল ভাতা স্বরূপ ইমাম ছাহেবকে দেওয়া যায়। বিশেষ ভাবে তারা যদি নিকটতম গরীব হয়। নবী (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের উপরে যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদেবের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদেরই গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)।

প্রকাশ থাকে যে, বায়তুল মালে গরীবদের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়ার পর সে মাল তাদের অধতিয়ারে চলে যায়। তারা তখন নিজ প্রয়োজনে তা বৈধ ভাবে যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারে।